শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়া/মহাশয়,

কয়েকদিন আগে আপনার কাগজ ভূমি উচ্ছেদ আন্দোলন সংক্রান্ত ভুয়ো মামলায় আমাদের সহকর্মী পার্থসারথি রায়, অভিজ্ঞান সরকার, শমীক চক্রবর্তীর গ্রেপতার নিয়ে খবর ছেপেছিল। আমরা মনে করি এই খবর ছাপার ফলে বিষয়টি বড় সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছেছে এবং দেবযানী ঘোষ, মানস চ্যাটার্জী, সিদ্ধার্থ গুপ্তের সাথে পার্থ, শমীকের জামিন পেতে সাহায্য হয়। লক্ষ্যনীয় এঁরা জামিন পেয়েছেন শুধু। মামলার নিষ্পত্তি এখনো হয় নি।

দেবলীনা চক্রবর্তী ও অভিজ্ঞান সরকার কিন্তু এখনও জামিন পান নি। ওঁদের পুরনো কয়েকটি মামলায় যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে নন্দীগ্রামের আন্দোলন যাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে অংশগ্রহণ করেন ও বামফ্রন্ট সরকারকে সরাতে যা ওনাকে সহায়তা করে। আমাদের আশঙ্কা সরকার দেবলীনাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য হাজতবাস করাতে আগ্রহী কেননা কুখ্যাত UAPA- এর আইনের আওতায় ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রেপতার ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রমসঙ্কটাপন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার পরিবেশের প্রতিবাদে সংহতি একটি অনলাইন সই সংগ্রহ অভিযান চালায়। এক হাজারের বেশি সই আমরা সংগ্রহ করি। এদের মধ্যে দেশ বিদেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক অধিকার কর্মীরা আছেন (অরুন্ধতী রায়, গৌতম নভলখা, অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ি, হিমাংশু কুমার, অধ্যাপিকা বারবারা হ্যারিস হোয়াইট প্রমুখ)। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা পিটিশনটি এই চিঠির সাথে পাঠাচ্ছি, ও আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এই প্রতিবাদ নিয়ে খবর প্রকাশ করুন যাতে গ্রেপতার গণতান্ত্রিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া হয়, মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও নোনাডাঙার অধিবাসীদের পরিস্থিতি জনসমক্ষে আসে। এছাড়া এই চিঠির সাথে সংহতির তিনটি বিবৃতি পাঠাচ্ছি। বিবৃতিগুলো ৮ই এপ্রিল গ্রেপতার হওয়ার পরে ঘটনা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রেপতার ৭ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সাথে থাকল।

ধন্যবাদান্তে,

সংহতি